চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি.

জলাবদ্ধতা নিরসন ও মশক নিয়ন্ত্রনে ২৫ দিনের বিশেষ 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' উদ্বোধন করলেন মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন ও মশক নিয়ন্ত্রনের লক্ষে ২৫ দিনের বিশেষ 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' ১০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. মঙ্গলবার, সকালে নগরীর ৩২ নং ওয়ার্ডস্থ ১২২ আন্দরকিল্লা থেকে উদ্বোধন করেন মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। তিনি নালা থেকে মাটি ও আবর্জনা উত্তোলন এবং মশার ডিম ধ্বংসকারী 'লার্ভিসাইড' স্প্রে করে ২৫ দিনব্যাপী ৪১টি ওয়ার্ডের বিশেষ 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে ৩২নং আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড কাউন্সিলর জহরলাল হাজারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুধি সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষনে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, আগামী ৫ মে পর্যন্ত বিশেষ 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে চলমান থাকবে। 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' শেষে মেয়র বলেন, কাউন্সিলর, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরিচ্ছন্ন সেবক সকলে মিলে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে একসাথে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন অভিযান পরিচালনা করা হবে। এ ধরনের অভিযান প্রতিমাস অন্তর অন্তর পরিচালিত হবে। তিনি বলেন, যেকোন ঝুঁকি নিয়ে নান্দনিক ও পরিবেশ বান্ধব নগর গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' এর জন্য অতিরিক্ত জনবল সংগ্রহ করা হয়নি। বিদ্যমান জনবল, ইকুইপমেন্ট ও ঔষধ পত্র নিয়ে এ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি ওয়ার্ডে ৫০০ পরিচ্ছন্ন কর্মী নালায় এবং লার্ভিসাইড ছিটানোর কাজে নিয়োজিত থাকবে। এক সাথে প্রতিদিন ৫টি ওয়ার্ডে এ অভিযান চলবে। মেয়র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নালা-নর্দমা থেকে আবর্জনা ও মাটি উত্তোলান কাজ এবং মশা নিয়ন্ত্রনের কর্মসূচিতে নগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন। 'ক্র্যাশ

প্রোগ্রাম’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শেখ শফিকুল মান্নান সিদ্দিকী, জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম, পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শেখ হাসান রেজা, হাসান রশিদ, পরিচ্ছন্ন সুপারভাইজার কল্লোল দাশ, মো. জাফর সাদেক ছাড়াও টেরিবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সভাপতি বেলায়েত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ হোসেন, স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা রতন আচার্য, দিদারুল আলম, শাহানুর আলমসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

১০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি.

জননেত্রী শেখ হাসিনা’র সরকার মেধানির্ভর জাতি বিনির্মানে নিরসলভাবে কাজ করে যাচ্ছে--মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, তথ্য, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান নির্ভর আধুনিক জ্ঞান অর্জন ছাড়া দেশ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ করা সম্ভব নয়। তিনি বর্তমান সরকারের বিজ্ঞান ভিত্তিক কার্যক্রমের বিশদ ব্যাখ্যা তুলে ধরে বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা’ র সরকার মেধানির্ভর জাতি বিনির্মানে নিরসলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন টেকসই করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে। সরকারের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রকৌশলীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মেয়র প্রকৌশলীদের দেশপ্রেম ধারণ করে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার আহবান জানান। ৯ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. সোমবার, বিকেলে নগরভবনের সম্মেলন কক্ষে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সম্মানি সম্পাদক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মানিককে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা স্মৃতি পরিষদ প্রদত্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেয়র প্রধান অতিথির ভাষনে এ আহবান জানান। অনুষ্ঠানে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন সম্মানি সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম মানিকের হাতে ক্রেস্ট, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বই ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। সংগঠনের সভাপতি প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুর রহিমের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের সম্পাদক সৈয়দ উমর ফারুক, আওয়ামীলীগ নেতা বেলাল আহমদসহ সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি.

বৈশাখী ও লোকজ উৎসব এবং ১৪২৫ বঙ্গাব্দ উদযাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ব্যাপক কর্মসূচি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ১৪ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. শনিবার, ১লা বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ সকাল ৯ টা থেকে বহদ্দারহাট টার্মিনাল সংলগ্ন স্বাধীনতা পার্কে বৈশাখী ও লোকজ উৎসব এবং ১৪২৫ বঙ্গাব্দ উদযাপন উপলক্ষে ব্যাপক অনুষ্ঠান মালার আয়োজন করা হেেয়ছে। এসকল অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

উক্ত অনুষ্ঠানগুলেতে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত চিকিৎসকদের সমন্বয় সভায় মাননীয় মেয়র

মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, সৃষ্টিকর্তার পর দুনিয়াতে রোগীদের একমাত্র আশা ভরসার ঠিকানা ডাক্তার। তাদের আচার, আচরণ ও দায়িত্ববোধ অনেক বেশি গ্রহণীয় হওয়া প্রয়োজন। আন্তরিকতার সাথে ডাক্তার দায়িত্ব পালন করলে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়বে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য সেবার প্রতি নগরবাসীর সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র বলেন, শুধু স্বাস্থ্য খাতে বছরে প্রায় ১৩ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হয়। এছাড়াও শিক্ষা খাতে ৫৩ কোটি বছরে ভর্তূকি দিতে হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বছরে ১০৭ কোটি টাকা প্রশাসনিক ব্যয় বহন করছে। বিনিময়ে সরকারী খাত বাদে নগরবাসীর কাছ থেকে বছরে সর্বোচ্চ ৪৭ কোটি টাকা পৌরকর আদায় হয়ে থাকে। সেবা গ্রহণকারী নাগরিকদের এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা অতীব জরুরী বলে চসিক মনে করে। ১০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. মঙ্গলবার, দুপুরে নগরভবনে কেবি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত ডাক্তারদের

সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির ভাষনে মেয়র এসব কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক। সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা বিশেষ অতিথি ছিলেন। সমন্বয় সভায় প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী স্বাস্থ্য বিভাগের নানা দিক পাওয়ার পয়েন্টে বড় পর্দায় তুলে ধরেন। এতে অন্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আলী, ডা. আশিষ মুখার্জি, ডা. নাসিম ভুঁইয়া, ডা. আর পি আসিফ খান, ডা. প্রীতি বড়-য়া, ডা. তৌহিদুল আনোয়ার খান, ডা. তপন চক্রবর্তী, ডা. সুশান্ত বড়-য়া চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত নানা দিক তুলে ধরেন। সমন্বয় সভায় বলা হয়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৪টি মাতৃ সদন হাসপাতাল,১টি জেনারেল হাসপাতাল, ৫১ টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৩৩৫ টি ইপিআই কেন্দ্র, ১ টি ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি এন্ড ম্যাটস, ১ টি জুনিয়র মিডওয়াইফারী ইনস্টিটিউট, ১২ টি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র, ১ টি হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল, ১টি কবরস্থান, ২টি শ্মশান পরিচালনা করে। এতে আরো বলা হয়, স্বাস্থ্য বিভাগে ১২৪ জন ডাক্তার, ২৯ জন হোমিও ডাক্তার, ১০৭ জন মিডওয়াইফ ও নার্স, ৫৫ জন ফার্মাসিস্ট ও প্যারামেডিক, ১১২ জন স্বাস্থ্য কর্মী ও স্বাস্থ্য সহকারী, ১১ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ৪৫ জন ল্যাব টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য পেশায় ৫৩৪ জন সহ ১০৪৭ জন জনবল রয়েছে। সমন্বয় সভায় আরো বলা হয় জানুয়ারি ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১৭৩৭ টি অপারেশন, ২০৯১টি নরমাল ডেলিভারী এবং সাধারন চিকিৎসা গ্রহণ করেছে ১১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮ শত ৮৮ জন রোগী। এছাড়াও জন্ম নিবন্ধন, মৃত্যু নিবন্ধন এআরভি ভ্যাকসিন প্রদান, প্রিমিসেস লাইসেন্স প্রদান সহ জাতীয় দিবসের মধ্যে বিশ্ব এইডস্ দিবস,জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ, জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন